যুগান্তর

তারিখ 23 MAR 2009
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

# সারাদেশে ১৭৪৭টি স্কুল কলেজ মাদ্রাসার স্বীকৃতি বাতিল হচ্ছে

মুশতাক আহমদ

সারাদেশের সর্বমোট ১ হাজার ৭৪৭টি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার স্বীকৃতি বাতিল হচ্ছে। বিগত এসএসসি, দাখিল এবং এইচএসসি ও আলিম পরীক্ষায় সর্বনিম্ন ৫ জন শিক্ষার্থী পাস করাতে ব্যর্থতার দায়ে সরকার এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এ ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, এ ব্যাপারে ফাইল চূড়ান্ত হয়েছে। সূত্র জানায়, এছাড়া কারিগরি বোর্ডের অধীন এইচএসসি-বিএম পরীক্ষা এবং বিগত তিন পরীক্ষায় একই ধরনের ফলাফলকারী কলেজগুলোর তালিকাও তৈরি করা হবে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য চেয়ে রোববার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং কারিগরি বোর্ডকে পত্র দিয়েছে মন্ত্রণালয়। জানা গেছে, সর্বোচ্চ ৪ জন পাস করেছে এবং একজনও পাস করেনি— এ দু'ধরনের স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা রয়েছে স্বীকৃতি বাতিলের তালিকায়। আইন অনুযায়ী এখন নিম্ন পারফরমেন্সকারী এসব প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি বাতিলের কারণে আগামী এক

হচ্ছে : বাতিল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বছর তারা আর কোন সরকারি আর্থিক সুবিধা পাবে না। অবশ্য মানোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে এগুলোর ওপর আরোপিত শাস্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রত্যাহার হয়ে যাবে। এর আগে এ নজির রয়েছে। সূত্র জানায়, ২০০৭ সালের এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় একই ধরনের ফলাফল করার কারণে ২ হাজার ১৮৫টি স্কুল ও মাদ্রাসার স্বীকৃতি স্থগিত করা হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে ১ হাজার ৪৫১টি মাদ্রাসা এবং ৭৩৪টি স্কুল ছিল। মাদ্রাসাগুলোর মধ্যে অবশ্য ৬৩০টি এমপিওভুক্ত এবং বাকিগুলো স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ছিল। এ দু'ধরনের মধ্যে এখনও ২৫৯টি (১২৯টি এমপিওভুক্ত) মানোন্নয়ন করতে পারেনি। বাকিগুলো সরকারি শর্তপূরণ করায় শাস্তি প্রত্যাহার করা হয়েছে। আর ৭৩৪টি স্কুলের মধ্যে ৯১টি এখনও কাঙ্ক্ষিত মানে পৌঁছতে পারেনি বলে জানা গেছে।

মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউসুফ খন্দকারকে জানান, কাজের পুরস্কার এবং তিরস্কার উভয়েরই ব্যবস্থা থাকা উচিত। কেননা তা না হলে ভালোরা উৎসাহিত আর পিছিয়ে পড়ারা এগুনোর তাগিদ পাবে না। তিনি বলেন, সরকারের স্বীকৃতি এবং এমপিও স্থগিতের এ সিদ্ধান্ত শিক্ষার মানোন্নয়নের পথে একটি 'চেক এন্ড ব্যালান্স' হিসেবে কাজ করে। মাদ্রাসা শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং সব মাদ্রাসাকে একটি কমন স্ট্যান্ডার্ডে উন্নীত করতে মহাপরিকল্পনা নেয়ার কথা জানান তিনি।

একজন সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানিয়েছেন, সরকারি আইন অনুযায়ী ৫০ জনের কম এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে এবং সর্বনিম্ন ১৫ জনও পাস করাতে ব্যর্থ হয়েছে— এমন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যেত। কিন্তু শাস্তি প্রদান সরকারের উদ্দেশ্য নয়। এ কারণে কিছুটা উদারতা প্রদর্শন করা হয়েছে।

এ বছর শিক্ষা মন্ত্রণালয় কার্যক্রম ভালো-মন্দ পারফরমেন্সকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা তৈরির কাজ শুরু করেছে। গত বছর যেখানে যে মাসে শোকজ আর ২৫ জুন স্বীকৃতি বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল এবার সেখানে প্রতিষ্ঠানগুলোর তালিকা আগেই তৈরি হল। এ ব্যাপারে একজন কর্মকর্তা জানান, মন্ত্রণালয়ে কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধির বিষয়টির পাশাপাশি শাস্তিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে আগেই বিষয়টি অবহিত করার প্রক্রিয়াটি অগ্রাধিকারে আনা হয়েছে।

বিগত বছরও শাস্তি দেয়ার আগে প্রতিষ্ঠানগুলোকে শোকজ দেয়া হয়েছিল। এর মধ্যে বিশেষ করে ৭৩৪ স্কুলের মধ্যে ১৭৫টি স্কুল কেন জবাবই দেয়নি ওই নোটিশের। কেননা ওইসব প্রতিষ্ঠান থেকে একজনও পাস করেনি। আর যেসব প্রতিষ্ঠান মন্ত্রণালয়ে উত্তর পাঠিয়েছিল, তার মধ্যে ৩৩৬টি স্কুলের জবাব ছিল অগ্রহণযোগ্য। ওই অবস্থায় স্বীকৃতি বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সরকার। গত বছর স্বীকৃতি বাতিল হওয়া স্কুলের মধ্যে ১৪৭টি রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে, ঢাকা বোর্ডে ১১২টি, বরিশাল বোর্ডে ১০৬টি, সিলেট বোর্ডে ৪৭টি, যশোর বোর্ডে ৪৫টি এবং কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে ৩০টি ছিল।

এবার স্বীকৃতি স্থগিতকৃত ১ হাজার ৭৪৭টির মধ্যে ২৫৯টি গত বছরের তালিকার। ওইসব প্রতিষ্ঠান বিগত এসএসসি-এইচএসসি এবং সমমানের পরীক্ষায়ও খারাপ করায় শাস্তি বহাল রয়েছে। আর সর্বশেষ পরীক্ষার (২০০৮ সালের) পারফরমেন্স অনুযায়ী যে ১ হাজার ৪৮৮টি প্রতিষ্ঠান শাস্তি পেতে যাচ্ছে, তার মধ্যে স্কুল ৫৬৪টি, দাখিল-আলিম মাদ্রাসা ৭১৬টি, ডোকেপনাল স্কুল ১০৩টি এবং কলেজ ১০৫টি রয়েছে। কারিগরি কলেজগুলোর তালিকা এখনও মন্ত্রণালয়ে পৌঁছেনি।

আইন অনুযায়ী স্বীকৃতি স্থগিতকৃত মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ, দাখিল-আলিম মাদ্রাসা ও ডোকেপনাল স্কুলগুলোর কোন পরীক্ষার্থী বোর্ড পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। তবে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে পড়াশোনা অব্যাহত থাকবে। তবে ইতিমধ্যে নবম ও একাদশ শ্রেণী ভর্তি হওয়া এবং দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীতে অধ্যয়নকারীদের ভাগ্য কি হবে তা এখনও নির্ধারিত হয়নি। একটি সূত্র জানায়, এটা স্বাভাবিকভাবে চলবে। তবে একটি শিক্ষা বোর্ডের বিদ্যালয় পরিদর্শক জানিয়েছেন, এসব ক্ষেত্রে সাধারণত পরের বছর থেকে রেজিস্ট্রেশন এবং ফরম ফিলাপ বন্ধ থাকে। আর যেহেতু একবার যাদের রেজিস্ট্রেশন দেয়া হয়, তাই পরীক্ষায়ও অংশগ্রহণের সুযোগ পায় তারা। তবে এক্ষেত্রে স্বীকৃতি বাতিল হওয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছলে অন্য স্কুল থেকে পরীক্ষা দেয়ানোর ব্যবস্থা করা হতে পারে। কিন্তু গোটা বিষয়টিই বোর্ডের মঞ্জুরি কমিটি নির্ধারণ করে থাকে।